জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করে জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিন

গণবিরোধী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চার মিছিল

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেম নগরীকে একতরফাভাবে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আহূত ১৯ জানুয়ারি '১৭ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৯৩ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তিতে জেরুজালেম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইস্যুটি পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। জেরুজালেমের উপর ইসরাইলী সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। ১৯৯৫ সালে 'জেরুজালেম অ্যাম্বেসি অ্যাক্ট' প্রণীত হওয়ার পর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাষ্ট্রপতিগণ এ আইন বাস্তবায়ন না করে প্রলম্বিত করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকে 'বাস্তবতার প্রতি স্বীকৃতি' প্রদান বলে দাবি করেছেন, যা সত্য নয়। সত্য হচ্ছে ট্রাম্প তার জায়নবাদী ইহুদি সমর্থকদের নির্বাচনের সময় যে অঙ্গীকার করেছিলেন সে অঙ্গিকার পূরণের জন্যই এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তির বরখেলাপ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অতি উৎসাহী এ উদ্যোগ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে। ফিলিস্তিনিদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাত করার এ চক্রান্ত মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিবে। সারা পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও উগ্রতাকে উস্কে দিবে।

নেতৃবৃন্দ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে উস্কানী প্রদানকারী এ সিদ্ধান্ত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরে আসার আহবান জানান। আন্তর্জাতিক আইন ও ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি মান্য করে জেরুজালেম নগরীকে সকল ধর্মের মানুষের পবিত্র নগরী হিসেবে উন্মুক্ত রাখার আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিরবতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনির জনগণ ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই ফিলিস্তিনির স্বাধীনতার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে জীবন দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ সরকারকে জরুরিভাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করে জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশকে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ারও আহবান জানান। সেইসাথে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী মার্কিন চক্রান্তে সৃষ্ট সৌদি যুদ্ধজোট থেকে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহারের আহবান জানান।

সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চা নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাদের সংহতি ঘোষণা করেন। নেতৃবৃন্দ মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর অসাম্প্রদায়িক, শান্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনতার মতো বাংলাদেশের মানুষকেও জোটবদ্ধ হয়ে রাজপথে নেমে প্রতিবাদমুখর হওয়ার আহবান জানান।

সমাবেশ শেষে ঘৃণার প্রতীক হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করে দাহ করা হয়।